বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ
(প্রবহমান নদীর সাথে)

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩

পটভূমি:

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে "ইস্ট পাকিস্তান ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" (ইপিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ" (বিআইডব্লিউটিএ) নামকরণ করা হয় । একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশন:

সহজ, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশন:

নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলী:

- নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-পথ নির্দেশক সামগ্রী স্থাপন;
- নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া- সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন ;
- অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট ব্যবস্থাপনাসহ এর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনাকবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী/রুটপারমিট অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরন এবং ভাড়া নির্ধারণ;
- সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন।

জনবল কাঠামো: (৩০ জুন, ২০২৩)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা		
			সরাসরি	পদোন্নতি	মোট
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৪১৬	৩১৬	৪৮	৫২	১০০
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩৭২	৩০৪	৩১	৩৭	৬৮
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	২০৫৩	১৫৬৪	১৪৬	৩৪৩	৫৪১
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৫৬৬	২২৪৮	২৬৫	৫৩	৩২১
মোট=	**৫৪০৭**	**৪৪৩২**	**৪৯০**	**৪৮৫**	**৯৭৫**

বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো:

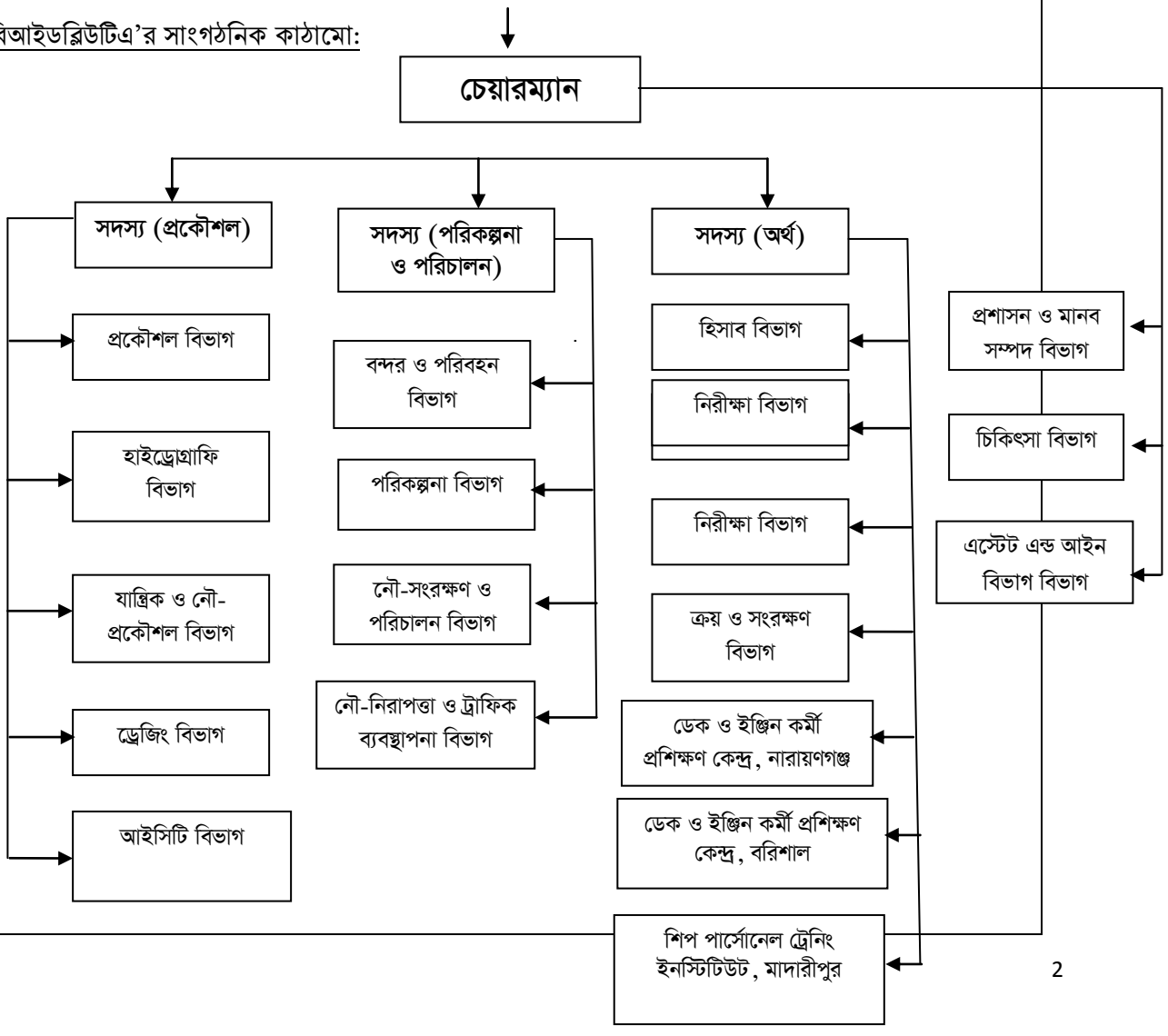

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চলমান প্রকল্প ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১৪ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ০১টি; ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওতায় ০১টি সহ মোট ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ রয়েছে ১৪৫০ কোটি ৯ লাখ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১০৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা যা বরাদ্দের শতকরা ৮৭.৫৮%।

ক্রঃ নং-	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
এডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ						
১।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৫	১২৯০০০.০০	৭৮০৩০.৬২ (৬০.৪৯%)	৬২.৬৩%
২।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	৫৫২৯৫.০০	২৮৪১৬.৬৬ (৫১.৩৯%)	৫৭.০০%
৩।	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	১১৮১১০.৩১	৫২৭১০.৩১ (৪৪.৬৩%)	৬৫.০০%
৪।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	জিওবি	সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪	৪৩৭১০০.০০	৭৪৭৭০.৬২ (১৭.১১%)	২১.৬১%
৫।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	জিওবি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	৪৪৮৯০৩.৪২	৫২১৫২.০৮ (১১.৬২%)	১৯.১১%
৬।	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৩	৪৯৮৮.০০	৪৮২৬.০০ (৯৬.৭৫%)	১০০%
৭।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	১৩৫১৭০.০০	২৪৭৬.৮৮ (১৮.৩২%)	১৫.০০%
৮।	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	জিওবি	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩	৪৭৮০.০০	৩৯৮৮.৬৩ (৮৩.৪৪%)	৮৬.০০%
৯।	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ	জিওবি	জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩	২৩৫৫৯.০০	২৪৬৩.৩৬ (১০.৪৬%)	৫.০০%

১০।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্প্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনঃশ্রেণী বিন্যাসকরণ	জিওবি	অক্টোবর ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৮৩০.৫৭	১২৭২.২৮ (৬৯.৫০%)	৭০.০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
এডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ						
১১।	নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৩	৩৯২০০.০০	৩১৯.১৮ (০.৮১%)	১.০০%
১২।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	বিশ্বব্যাংক	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৫	৩৩৪৯৪২.০০	২৫২৪৯.২৭ (৭.৫৪%)	৪০.৮৫%
১৩।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন	ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC)	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৫	১৭৫১০০.০০	৬৮৬৮৫.৭১ (৩৯.২৩%)	৩৯.৫০%
১৪।	মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই-শ্রীগাং নদীর অংশবিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অস্টগ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	জিওবি	জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭	৩৪২২৬.০০	৪৪.১৬ (০.১৩%)	০.২০%

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী:

রাজস্ব বাজেট, ব্যয় ও উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি:

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি (+-)
২০০৯-২০১০	১৯০১৪.২২	১৯৫৩২.৬১	(৫১৮.৩৯)
২০১০-২০১১	২৪০৬৫.১১	২৪২২২.৬৫	(১৫৭.৫৪)
২০১-২০১২	২৮১৮৩.৯০	২৬৩৯৬.৮৩	১৭৮৭.০৭
২০১২-২০১৩	৩৪৯৩২.৭৬	৩২৯৬৩.৩৬	১৯৬৯.৪০
২০১৩-২০১৪	৩২০০৪.৩২	৩৭৭৬১.৬৪	(৫৭৫৭.৩২)
২০১৪-২০১৫	৩৫৮০২.৭৮	৩৮২৩২.৫৪	(২৪২৯.৭৬)
২০১৫-২০১৬	৫০০৮১.৩৮	৫১৮৯০.০০	(১৮০৮.৬২)
২০১৬-২০১৭	৬১৪৪৬.৫৪	৬৯৯৬৭.৬৯	(৮৫২১.১৫)
২০১৭-২০১৮	৬২৫৩৫.০৩	৬৮৯৩৩.৭২	(৬৩৯৮.৬৯)
২০১৮-২০১৯	৬৭৯৩৮.৪৯	৬৯৮৪৯.৬০	(১৯১১.১১)
২০১৯-২০২০	৭৫৯১৩.০০	৭৬২৬৬.৭৭	(৩৫৩.৭৭)
২০২০-২০২১	৮৫৯২৯.১৫	৮০১৯৯.৪৫	(১৬৩২.৯৩)
২০২১-২০২২	৮০৯০৭.৮০ (সংশোধিত)	৮৭৮৬১.৩৫ (সংশোধিত)	(৬৯৫৩.৫৫) (সংশোধিত)
২০২২-২০২৩	৮৪৭৫৯.৮৮	-	-

প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ডের বছর-ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ,অবমুক্তি ও ব্যয়:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ-অবমুক্তি	ব্যয় (বরাদ্দের %)
০১|	২০০৮-০৯	৬৫.৭৩	৪৭.৯৬	৪৬.০৬৭৪	৪৫.৮৪ (৯৫.৫৮%)
০২|	২০০৯-১০	৫৩.৬৯	৭৯.৯৫	৭১.৪৭১৪	৬৯.০৪২৭ (৮৬.৩৫%)
০৩|	২০১০-১১	২৩১.৭১	২৩৪.৫৫	২৩২.০১৯০৪	২৩১.০০৮১ (৯৮.৪৯%)
০৪|	২০১১-১২	২৬২.৭৩	১৭১.৪৩	১৭২.৬৬৯০	১৬৩.৬৮২১ (৯৫.৪৮%)
০৫|	২০১২-১৩	৪৯৬.৪০	৪০৪.৮৬	২৯৭.০৮২৫	৩৮৬.৪৩০২ (৯৫.৪৫%)
০৬|	২০১৩-১৪	৩৭৭.০০	৪০৫.১৮	৩৮৮.১০৭৫	৩৮৫.৫১৩৬ (৯৫.১৫%)
০৭|	২০১৪-১৫	৪৭১.৫৮	৪১০.২৭	৪০৯.৫৯২৫	৩৯৩.০০৫১ (৯৫.৭৯%)
০৮|	২০১৫-১৬	৭০৮.৫১	৫১১.৯৩	৫১১.৬১	৫০৬.৯০০১ (৯৯.০২%)
০৯|	২০১৬-১৭	৫২৪.৬৩	৮৭৭.৬৯	৮৭৭.৬২৪৭	৮৭৭.১১১৭ (৯৯.৯৩%)
১০|	২০১৭-১৮	৯৮৮.৮৭	১০৭৪.৪১	১০৬০.৬৮০৮ PA-১৫.০০সহ	১০৩২.৮৭১০ (৯৬.১৩%)
১১|	২০১৮-১৯	১২৯৬.২৫	১৬২০.৭০	১৬২৩.৮৮৩৬ PA-১৩.৭৫১৫ সহ	১৬১৪.৬৫৩৯ (৯৯.৬৩%)
১২।	২০১৯-২০	১৫০০.০২	১৩৯২.৮৯ (PA-২৭.৯০ সহ)	১২৩৮.২১৭৯ (PA-২৪.৯০ সহ)	১২১৩.২৯৪৫ (৮৭.১১%)
১৩।	২০২০-২১	১৩৮৮.৪০ (PA-২৭.৩৯ সহ)	আরএডিপি বরাদ্দ (পুনঃনির্ধারিত আরএডিপি বরাদ্দ) ১২৩৩.৯৫ (১০৮৭.৩৪) PA-৪৩.২৯	১০৮৭.৮৩৪০ (PA-৪২.৪১৫৭ সহ)	১০৫১.৩০৬৩ (৯৬.৬৯%)
১৪	২০২১-২০২২	১৪০১.০৪৭৪ (PA-৩০৪.৭৯৭৪ সহ)	১২৩৭.৩৪ (PA-১০৩.৭৯ সহ)	১২৩৩.১৩৭৭ PA-১০১.৬৯৩৪ সহ)	১১৯৯.১৬৩২ ৯৬.৯১%

১৫	২০২২-২০২৩	২৭৭০.৯২	১৬৬৫.০০ (PA-৪২৫.০০ সহ)	১১৫২.৮৪৮২	১১০৪.৫০২৯ (৮৭.৫৯%)

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

- রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুযায়ী পরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।
- সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন ।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে নদীপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রফতানি সুগম করা ।
- ঢাকার চারপাশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ।
- নৌপরিবহন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন ।
- দখল, দষন ও নাব্যতা রক্ষা করা ।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণমুক্তকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং পুন:দখল রোধে উদ্ধারকৃত তীরভূমির উন্নয়ন;
- নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন ।
- ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ।
- প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং ।
- পার্বত্য এলাকা ও হাওর এলাকার নদীগুলোর উন্নয়ন ।
- বরিশাল ও খুলনা বিভাগের নদীগুলো খনন ।
- ১১ টি ড্রেজার বেইস নির্মাণ ।
- ড্রেজার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ ।
- বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ ।
- আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মাণ এবং স্থাপন ।
- বিদ্যমান নৌ-বন্দরগুলির সংস্কার ।
- অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ।
- উপকূলীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে অবকাঠামো নির্মাণ ।
- নতুন ল্যান্ডিং স্টেশন/নদী বন্দর/টার্মিনাল/ঘাট-পয়েন্ট স্থাপন ।
- ক্রুজ শিপস চালু ।
- নৌযান আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ।
- সকল ধরণের নৌযানের রুটপারমিট ও সময়সূচী প্রদানের কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করা ।
- নৌযানের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা ।
- নৌযান কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গে ২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা ।
- অবৈধভাবে চলাচলকারী সকল বালুবাহী নৌযান, স্পীডবোট ও ট্রলারসমূহকে আইনের আওতায় আনা ।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে নৌ-পথের মাধ্যমে জনগণকে সর্বপ্রকার সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিআইডব্লিউটিএ'র পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে থাকে। ভবিষ¨তে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নৌপথে চলাচলের সুবিধার্থে দেশের নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিম্নরূপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্প ব্যয়ের উৎস
১	২	৩	৪
০১।	বাঘাবাড়ি নদী বন্দর আধুনিকায়ন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৫৭৩১৬.০০	জিওবি
০২।	ফরিদপুর, ছাতক এবং কক্সবাজার নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ, আরিচা-নরাদহ ও কক্সবাজার-মহেশখালী ফেরীঘাটসহ অন্যান্য স্থাপনা এবং বরগোপ, সাত্তার উদ্দিন, ছনুয়া এবং সেন্টমার্টিনে জেটি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)	২৫৫৭৮৬.৮৭	জিওবি
০৩।	''খুলনা, নরসিংদি, বরগুনা, গলাচিপা, মংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ- জগন্নাথগঞ্জ, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর, মোজুচৌধুরীহাট এবং দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দরসমুহের বন্দর সুবিধাদী ও আধুনিকায়ন" (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৬)	১০৪৫৫৪.০১	জিওবি
০৪।	"চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ"। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জানুয়ারি ২০২৩ – ডিসেম্বর ২০২৫)	১৯১৩৭০.৩০	জিওবি
০৫।	ঢাকা শহরের চারপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (৩য় পর্যায়)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬)	২২২৭০০.০০	জিওবি
০৬।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ময়নাকাটা নদীর পশ্চিম তীরে যাদুয়াচর ব্রীজ হতে কেরানীবাগ ব্রীজ পর্যন্ত ওয়াকওয়েসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৫)	৩৬২৫.৬০	জিওবি
০৭।	নোয়াপাড়া নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৫৪১৩.০০	জিওবি
০৮।	সারিয়াকান্দি বগুড়া ও মাদারগঞ্জ জামালপুর এর মধ্যে ফেরী সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	২৫০০০.০০	জিওবি

০৯।	গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬)	৩৫৩০০.০০	জিওবি
১০।	হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিস্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮)	১৬৭৫০৩.০৩	জিওবি
১১।	ঝিনাই, ঘাঘট, বংশী এবং নাগদা নদীর প্রবাহ পূণরুদ্ধারের জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা (৪ নদী)। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: লাই ২০২৩ জুন ২০২৮)	৪১৬৮১৬.০০	জিওবি
১২।	বুরিশ্বর-পায়রা, সোয়া, সুতিয়া এবং কাচামাটিয়া নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৯৫৩১০.০০	জিওবি
১৩।	সাংগু, মাতামুহুরী নদী ও রাঙ্গামাটি থেগামুখ নৌ-পথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পূণরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ পর্যন্ত)	১২৬১৮৩.০৯	জিওবি
১৪।	কুমিল্লা ইকোনমিক জোন সংলগ্ন মেঘনা (আপার) নদীর রায়পাড়া হতে শেখের গাঁও পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জুলাই ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৫)	৪৭৯৭.৫০	জিওবি
১৫।	চট্রগ্রাম-হাতিয়া হতে ভাসান চরের সাথে নৌ-যোগাযোগ উন্নয়ন"। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই-২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	৩৯৫০০.০০	জিওবি
১৬।	মাদারীপুর জেলার কুমার, লোয়ার কুমার ও আপার কুমার নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৯৭০.০০	জিওবি
১৭।	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নিস্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা । (বাস্তবায়নকাল ০৭ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০৩০)	৩৭৬০৪৪.৫৮	
১৮।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার । (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮)	৮৬০৮৩.৫৭	
১৯।	যমুনা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-১ (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭)	৬২০৪০.৯৭	জিওবি ১০২৯.৮৫ প্রকল্প সাহায্য

			(৫১৭৪৬.১২)
২০।	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৩৬২৭৪৭.৪০	জিওবি
২১।	দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক জলযানসহ রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ (১ম পর্যায়)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৯৮৮.৯৪	জিওবি
২২।	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১৩২টি পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	২৫৩৩০.৬৪	জিওবি
২৩।	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য বিভিন্ন প্রকারের ১০৪টি সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ ।(বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	১৭০৫৮৩.৯৩	জিওবি
২৪।	দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক জলযানসহ রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ (২য় পর্যায়)। (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭)	৮৭৪৮২.৭৫	জিওবি
২৫।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ব্যবহারের জন্য পলিইথিলিন বয়া, পিসি পোল, টাওয়ার বিকন এবং আরসিসি সিংকার সংগ্রহ ও সংযোজন। (বাস্তবায়নকাল ১ বছর ৬ মাস: জানুয়ারি ২০২৩ –জুন ২০২৪)	২৪৬২.২৫	জিওবি
২৬।	"বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (BIWTA) উদ্ধারকারী ইউনিটে উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৪ (চার)টি উইঞ্চ বার্জসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন"। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)	৪৪৯৬.৪০	জিওবি

সমীক্ষা প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট (প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২৭।	মংলা- ঘাসিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা উন্নয়নে নেভিগেশন লকসহ ব্রীজ নির্মাণের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (বাস্তবায়নকাল ০১ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪)	৪৯৯.৩০	জিওবি

কারিগরি প্রকল্প:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট (প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২৮।	নদী সমীক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প (Study of Rivers and Awareness Building Project) (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬)	৪৭৫৭.০৭	জিওবি

বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-জুন ২০২৩)

ক্রঃ নং	উল্লেখযোগ্য অর্জন ও বাস্তবায়ন
০১	➢ অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নে প্রায় ৩,৭০০ কিঃমিঃ নৌপথ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা ১০,০০০ কিঃমিঃ উন্নীতকরণে প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া সারাবছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৬,০০০ কিঃমিঃ নৌপথ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কাজের জন্য ৩৮টি ড্রেজার ও ২৩৮টি আনুষংগিক নৌ-সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। আরোও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহ কাজ চলমান রয়েছে।
০২	➢ নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক, সাশ্রয়ী ও যাত্রী বান্ধব করার লক্ষ্যে পুরাতন ২৫টি নদী বন্দর আধুনিক ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ১৮টি নদী বন্দর ঘোষনা ও স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী নদী বন্দরকে আধুনিক নদী বন্দরে রুপান্তর করা হয়েছে এবং নোয়াপাড়া, ভৈরব, আশুগঞ্জ, বরগুনা, ভোলা, নগরবাড়ী, মেঘনা, ঘোড়াশাল, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ নদী বন্দর স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে ১৩৬টি নতুন জেটি ও ১৬টি গ্যাংওয়ে নির্মান করা হয়েছে। ঢাকার কেরাণীগঞ্জে পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ২০১৮ সন হতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নতুন নগরবাড়ীতে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে ০২টি আধুনিক কার্গো টার্মিনাল, ঢাকা শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে ০৩টি পেসেঞ্জার টার্মিনাল ও নারায়ণগঞ্জে ০১টি আধুনিক নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের দক্ষিনাঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ১৫টি জেটি, ল্যান্ডিং স্টেশন ও ভেসেল শেল্টার সেন্টার সহ নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করার লক্ষ্যে সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়া, চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণসহ ল্যান্ডিং স্টেশন, পার্কিং ইয়ার্ড সহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া মিরসরাই সহ কুমিরা গুপ্তছড়া, টেকনাফ প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা সদৃঢ় করার লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক ১৯৫১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
০৩	➢ সারাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে প্রায় ৪৮০টি ঘাটের বিপরীতে ১৮২টি ছোট/বড় আকারের পন্টুন স্থাপন এবং ৪৫০টি পন্টুন ডকিংয়ে স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচলে সহায়তার লক্ষ্যে ১০০টি লাইটেড বয়া- ৫০টি, স্ফেরিকেল বয়া ৫০টি, ৫৩ডিজিটাল গেজ স্টেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের নৌপথে যাতায়াত সুবিধার্থে ঘাট সমূহে ৫০টি এসপি পন্টুন, ১১টি ফেরী পন্টুন ও ৪৫টি এমপি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে।
০৪	➢ নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় দূর্ঘটনা হ্রাসে দক্ষ নৌকর্মী গঠনে নারায়ণগঞ্জ ডিইপিটিসি-কে আরোও আধুনিক এবং মাদারীপুর, বরিশালে নতুন নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নৌপথে উদ্ধারকাজ দ্রুত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৫০টন ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি উদ্ধারকারী জাহাজ নির্ভিক ও প্রত্যয় সংগ্রহ করা হয়েছে, আরোও ০২টি ১৫০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ চলমান রয়েছে। নৌপথে আধুনিক লঞ্চ/স্টীমার সংযোজন সহ নৌদূর্ঘটনা রোধকল্পে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নবসৃষ্ট বিভাগ এর মাধ্যমে প্রধান নদী বন্দর হতে ছেড়ে যাওয়া লঞ্চ/স্টীমার সমূহকে তদারকির আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। নিয়মিত ওয়াটকি ও মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন নৌযানে নৌ-সতর্কবার্তা ও আবহাওয়া ত্যথাদি যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
০৫	➢ অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান এবং যাত্রী সাধারণের যে কোন জরুরী প্রয়োজন ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে হট লাইন ১৬১১৩ চালু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সেবা সহ সিটিজেন চার্টার্ড এর যাবতীয় তথ্যাদি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ওয়েব সাইটে প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৬	➢ বিআইডব্লিউটিএ সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঘাট/পয়েন্ট, নদীর তীরভূমি, লিজ লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। যা জাতীয় রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
০৭	➢ নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা নিরসনের পাশাপাশি ৫৫ ধরণের মালামালবাহী নৌযান-রুট পারমিটের আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৪(চৌদ্দ) বছরে নৌপথে প্রায় ৪১.০০ কোটি মেট্রিকটন পণ্য এবং ৩১৫ কোটি যাত্রী নৌপথে নিরাপদ ও

	সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতে পরিবহনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করে কোলকাতা-আশুগঞ্জ-ত্রিপুরা নৌপথ ও সড়কপথে পণ্য পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
০৮	➢ নৌপথে নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে নৌরুট চিহ্নিতকরণে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ২৯,৫০০ কিঃমিঃ এবং উপকূলীয় নৌপথে ৮,২৫০ কিঃমিঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরীপ কাজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিপিএস স্টেশন সমূহকে সময়োপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
০৯	➢ সারাদশের অভ্যন্তরীণ নদীর তীরভূমি দখল-দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ভূমিতে ৭০০০টি সিমানা পিলার স্থাপন, ১০০০০টি বৃক্ষরোপন, ৪০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ০৬টি জেটি, কি-ওয়াল, ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। নদী দূষণ রোধকল্পে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের চারিদিকে প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
১০	➢ করোনা মহামারিকালিন সময়ে অভ্যন্তরীণ নৌপথে নিয়মিত নৌ-চলাচল ব্যবস্থা সচল রেখে দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি সুদৃঢ় রাখা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ:

- নৌপরিবহনখাতে স্বল্প বাজেট বরাদ্দ;
- নদীর গতিপথ পরিবর্তনদ;
- বর্ষাকালে প্রবাহিত পানির সাথে নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পলি/সিল্ট আসার ফলে নাব্যতা হ্রাস;
- শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গিয়ে নৌরুটের নাব্যতা সংকট তৈরি হওয়া;
- বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত স্রোতের সময় নৌরুট ড্রেজিং করা;
- বর্তমান সক্ষমতা দিয়ে সার্বক্ষণিক ড্রেজিং করে নৌরুটের নাব্যতা ঠিক রাখা;
- পার্বত্য অঞ্চলে নৌরুট ড্রেজিং করা এবং সচল রাখা;
- নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান নীচু সেতু/ব্রিজ এর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল;
- নৌরুটের সকল স্থানে পরিকল্পিত ল্যান্ডিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- নৌরুটের সকল স্থানে পর্যাপ্ত নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংরক্ষণ;
- নদী দূষণ ও নদীর তীরভূমির অবৈধ দখল;
- প্রার্কৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, হারিকেন, বন্যা ইত্যাদি;
- নৌরুটের অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যমান যাত্রীবাহী/মালবাহী নৌযানের নকশা উন্নয়ন;
- নদীর তীরভূমি ক্ষয়/ভাংগন;
- নৌযানগুলো নিয়ম এবং বিধিমালা অনুসরণ করে না ।
- সুরক্ষার বিষয়ে গাফলতি
- অপর্যাপ্ত অবকাঠামো
- অপর্যাপ্ত ক্ষমতা
- আইনী যুদ্ধ
- জনবলের ঘাটতি
- বিশেষজ্ঞের ঘাটতি
- (ক) ঢাকা শহরের চারপাশের নদী তীরে অবৈধ দখলদারদের বাধা/বিপত্তি ও আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বিভিন্ন স্থানের বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত;
- খ) প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত নদী ১/২ বছরের মধ্যেই পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া;

- (গ) প্রাকৃতিক কারণ যেমন বর্ষাকলে উজান হতে নেমে আসা ঢলের কারণে সৃষ্ট স্রোতে ড্রেজিং স্থলে ড্রেজার রাখা (ঘ) নৌপথে স্থাপিত নৌসহায়ক সামগ্রীসমূহ দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নষ্ট বা খোয়া যাওয়া, ঝড়/ তুফানে ভেসে যাওয়া/হারিয়ে যাওয়া বা নৌযানের আঘাতে উহা ভেঙ্গে তলিয়ে যাওয়া এবং ঝড়/তুফানে পাইলটেজ সেবা প্রদানের নিমিত্ত নিরাপদ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন পাইলট বিট নৌযানের স্বল্পতা;
- (ঙ) দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাবে ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া;
- (চ) নদী তীরবর্তী সংলগ্ন নদী বন্দর/ঘাট সুবিধা প্রদান সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ বর্ষা মৌসূমে ব্যাহত হওয়া/ বন্ধ থাকা;
- (ছ) জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় বিধায় কাজ শুরু হতে বিলম্ব হওয়া। সর্বোপরি চাহিদার তুলনায় বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল ও অর্থছাড় প্রক্রিয়াকরনে জটিলতা এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্য/ চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

- `

সম্ভাবনা (prospects):

- নদী খননের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের জন্য পানির অভাব দুর হবে, ভূ-গর্ভের পানির স্তর উপরে উঠে আসবে; প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- নৌ-পথের খননকৃত পলি/মাটি পার্শ্ববর্তী নীচু ভূমিতে ফেলায় নীচু ভূমি কৃষি ভূমিতে পরিণত হবে।
- বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক যদি দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরের পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয় তাহলে রাজস্ব বৃদ্ধির পাবে এবং সুস্থ বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- নদী থেকে ড্রেজিংকৃত মাটির সাথে বিপুর পরিমান পিট কয়লা উঠে এ কায়লা সংগ্রহ করে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া এসকল কয়লা থেকে তাপ উৎপাদন সম্ভব।
- নৌপথে আধুনিক লঞ্চ/স্টীমার সার্ভিসের মাধ্যমে নৌবিহার চালু হলে নৌ-পর্যটন সৃষ্টি হবে।
- ২০৩০ সনের মধ্যে নদীর কাছাকাছি স্থানে প্রায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করা। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যবহৃত কাচামাল এবং ফিনিশড প্রোডাক্ট পরিবহনের জন্য নৌপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ল্যান্ডিং স্টেশন, কন্টেইনার/কার্গো পোর্ট স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ভূ-কৌশলগতভাবে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত। এটি ভারত, চীন, নেপাল, ভূটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সেতু হতে পারে। এছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে একটি আঞ্চলিক সংযোগ কেন্দ্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর অভিষ্ট নং ১, ৩, ৬, ১৩ ও ১৪ অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ:

ক্রমঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১.	ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Inventory	বিআইডব্লিউটিএ'র ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় স্টোরের জন্য ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে	২০২২-২৩	http://182.16.157.120/biwta-ims/login	

ক্রমঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	সেবার লিংক	মন্তব্য
	Management System)	অতি অল্পসময়ে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় স্টোর হতে ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং ও লিভারীজ আইটেসসমূহের পেপারলেস চাহিদা পত্র প্রেরণ করা যায়। যা অনলাইনে বিভাগীয় অনুমোদন, গুদামের অনুমোদন, পণ্যের পর্যাপ্ততা যাচাই করে মালামাল ইস্যু এবং গ্রহণ করা হয়।			
০২.	Navigation Clearance Application Portal	Navigation Clearance Application Portal এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ/প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই অনলাইনে সেবা প্রাপ্যতার আবেদন, স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ, এবং অনাপত্তির সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল biwtavhc.gov.bd এ প্রবেশ করে নিম্নলিখিত সেবাসমূহের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ- • ব্রিজ নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স এর অনাপত্তি • নদীর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক টাওয়ার এর ক্যাবল ক্রসিং এবং নদীতে টাওয়ার স্থাপন এর অনাপত্তি • নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল ক্রসিং-এর অনাপত্তি • নদীর তলদেশ দিয়ে গ্যাস পাইপ ক্রসিং এর অনাপত্তি উক্ত সেবা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদন করতে পারবে।	২০২১-২২	www.biwtavhc.gov.bd	
০৩.	Vessel Management System	এটি মূলত জাহাজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবা পাওয়া যায়ঃ	২০২০-২১	www.biwtavms.com	

ক্রমঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	সেবার লিংক	মন্তব্য
		• To keep Engine particulars and vessels particulars information • To keep update information of vessel's crews • Maintenance information of the vessels • Operational information of every vessels • Provide different type of reports			

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	বিষয়	গৃহীত ব্যবস্থা
১	ব্যাপক খনন পরিকল্পনা হিসেবে আগামী মেয়াদে প্রায় ১০,০০০ কি.মি নৌপথ খনন করা হবে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথ গুলোর সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানী সুগম করা হবে।	সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌপথ এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপন করার কাজ চলমান। যার মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত চার বছরে সাড়ে তিন হাজার কলোমিটার নৌপথ নাব্য করা হয়েছে।
২	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে নৌপথ বাণিজ্য আরো বাড়িয়ে একে নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।	ভারতের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথে বাণিজ্য বাড়ানো এবং নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নৌ প্রটোকল চুক্তির আওতায় নৌবাণিজ্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যার দ্বারা গত অর্থবছরে প্রায় ৫,১৫৫ টি নৌযানের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়।
৩	ঢাকার চারপাশের ০৪টি নদী-খাল গুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খননের মাধ্যমে নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নদী তীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	ঢাকা শহরের চারদিকে নৌপথ উন্নয়ন, দখল-দূষণমুক্ত করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও নদী তীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৯ সন হতে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১১৮১.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। ৯০০০ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ২৭০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। ৭৮টি শিল্পকারখানার বর্জ্য মূখ বন্ধ করাসহ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬,২০০টি সীমানা পিলার ২০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ০৪টি ইকোপার্ক, ০৬টি জেটি, ০১ কিঃমিঃ কী ওয়াল ও বনায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে একটি সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন।

ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ উদ্বোধন করেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি , মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয় , জনাবমো: জাহিদ হাসান রাসেল, এমপি , ক্রীড়াপ্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় এবংকর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল গোলাম সাদেক।

টঙ্গী ইকোপার্ক উদ্বোধন করেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি , মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়।

বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি , মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়।

পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২৩ উপলক্ষে ঢাকা নদী বন্দরের সার্বিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ

সময় বিআইডব্লিউটিএ'র মাননীয় চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফাসহ কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ উদ্বোধনের পর টঙ্গী-উলুখোলা ও আশুলিয়া-কড্ডা প্রান্তে যাত্রী পারাপারের অপেক্ষায় স্পীডবোট।

জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা।

তথ্য অধিকারআইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণমূলক সভা আয়োজন করে বিআইডব্লিউটিএ।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার ২০২২-২০২৩ বিতরণ করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা।

২১শে জুন, ২০২৩ বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান, সদস্য (পরিঃ ও পরিঃ), বিআইডব্লিউটিএ।

জুন, ২০২৩ বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালন করা হয়।

বিআইডব্লিউটিএ'র নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর তীরভূমিতে নির্মিত ওয়াকওয়ে ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে মত বিনিময়সভা আয়োজন করা হয়।

ধাওয়াপাড়া নাজিরগঞ্জ নতুন ফেরীঘাট নির্মাণ কাজের চিত্র।

বরিশাল টার্মিনাল ভবন বাৎসরিক সংস্কারের চিত্র।

বাংলাদেশ-ভারত নৌপ্রটোকল চুক্তির আওতায় পর্যটকবাহী ভারতীয় নৌযান এমভি ‘গঙ্গা বিলাস’ ভারতের বারনসী হতে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে ভারতের আসামে পৌঁছে পৃথিবীর দীর্ঘতম রিভার ক্রুজ ভ্রমণ সম্পন্ন করে।

খুলনা ড্রেজার বেইজ নির্মাণ করা হয়।

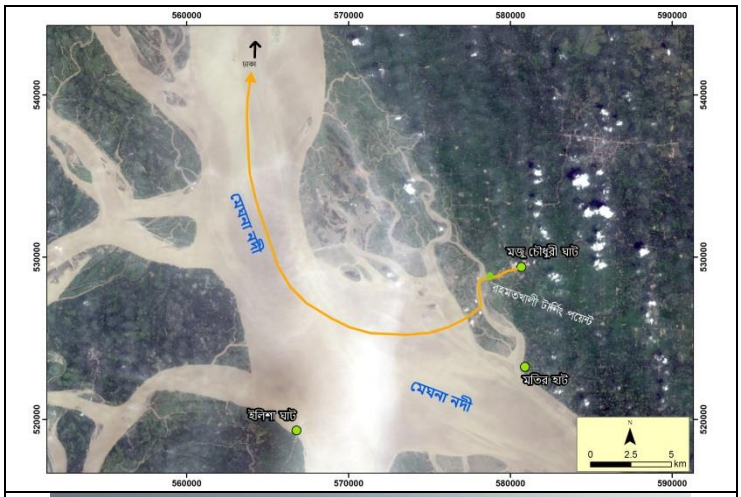

ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান।

নৌ-প্রটোকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচল।

অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর গুলোতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৮১ টি পন্টুন নির্মাণ।